<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>
<u>দেওয়ানী আপীল বিচারক্ষেত্র</u>
<u>আপীল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ
সম্মানীয় বিচারপতি হরিষ ট্যান্ডন
এবং
সম্মানীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

২০১৮ সালের এফ এ টি ৫৪৫
কৌশল কুমার
বনাম
প্রিয়াঙ্কা কুমারী

<u>উপস্থিতিঃ</u>

আপিলকারীর পক্ষে

শ্রী পার্থ প্রতিম রায়, উকিল

শ্রী দ্যুতিমান ব্যানার্জি, উকিল

রায়ঃ **১৮.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন: -</u>

২ জুলাই, ২০১৮ তারিখের অতিরিক্ত জেলা জজ, ১ম আদালত, শিয়ালদহ, দক্ষিণ ২৪-পরগনা কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি, যা পরিত্যাগ এবং নিষ্ঠুরতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেয়, স্বামীর তাৎক্ষণিক আপিলের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

বৈবাহিক জীবনের স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত বিবাদীর আচরণের উপর বেশ কয়েকটি অভিযোগকে নিষ্ঠুরতার ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আপিলকারীর মতে, বিয়ের পরপরই বিবাদীর আচরণ উদাসীন হয়ে পড়ে কারণ তিনি আলাদা ঝামেলার জন্য জোর দিচ্ছিলেন। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে বিবাদী আপিলকারীর আর্থিক দিক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে অ্যাকাউন্ট থেকে পুরো টাকা তুলে নিয়েছিলেন এবং আপিলকারীকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় যেকোনো অর্থের কারণ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে বিবাদী যখন তার দায়িত্ব পালন করতে যান তখন কখনও ঘরে খাবার রান্না করেননি, টিফিনও তৈরি করেননি এবং এমনকি আপিলকারীকে বাইরে থেকে খাবার আনতে বাধ্য করেছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২০.০৭.২০১৪ তারিখে, স্ত্রী স্বেচ্ছায় ২৩.১১.২০১৩ তারিখে জন্ম নেওয়া কন্যাকে নিয়ে তার পিতামাতার বাড়িতে চলে যান এবং এক বছরের ব্যবধানে জোরপূর্বক বিবাহিত বাড়িতে প্রবেশ করেন যার ফলে আপিলকারীকে উক্ত বাড়ি ছেড়ে তার বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। আপিলকারী পক্ষগুলির নির্দেশে শুরু হওয়া বেশ কয়েকটি মামলার আরও প্রকাশ করেছেন যাতে প্রমাণ করা যায় যে বৈবাহিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে এবং মানসিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেছে।

অন্যদিকে, বিবাদী দাবি করেন যে তিনি আপিলকারীর সাথে থাকতে এবং সুখী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দাম্পত্য পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকল উদ্যোগ নিতে সর্বদা প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক। তবে, তিনি লিখিত বিবৃতিতে চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে আপিলকারী সোমা নামে একজন মহিলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং ঠিক এই কারণেই বিবাদীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হয়েছে। যদিও তিনি

আরও বলেছেন যে স্বামীর কেনা ফ্ল্যাটটি তার বাবার অর্থায়নে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তাৎক্ষণিক মামলায় জড়িত মৌলিক বিষয় হিসেবে নিষ্ঠুরতা বা পলাতকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোনও ভিত্তি হতে পারে না।

এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আপিলকারী তিনজন সাক্ষীকে উদ্ধৃত করেছিলেন, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন তার বন্ধু যার সাথে আপিলকারী বর্তমানে বসবাস করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, কিন্তু আংশিকভাবে জেরা করা বিবাদীকে আপিলকারী আর জেরা করেননি এবং বিচারিক আদালত বিবাদীর সাক্ষ্য বন্ধ করে দেয় এবং উক্ত আবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত রায় দেয় যে আপিলকারী নিষ্ঠুরতা এবং পলায়নের ভিত্তি প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

আপিলকারীর পক্ষ থেকে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, পক্ষগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি মামলা শুরু হয়েছে এবং যখনই তারা মামলার প্রধান আসামি হিসেবে পাওয়া যাবে, তখন বৈবাহিক বন্ধন বজায় রাখা এবং বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করা উচিত নয়। আপিলকারীর পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, মামলার কার্যধারায় কোনও চূড়ান্ত প্রমাণের অভাবে আপিলকারীর চরিত্রের উপর অভিযোগ আনার অভিযোগ সর্বদা আপিলকারীর উপর করা নিষ্ঠুরতা হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং, এটি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, লিখিত বিবৃতিতে এবং আদালতে দাখিল করা প্রধান বিচারক কর্তৃক গুরুতর অভিযোগটি করা হয়েছে যে, আপিলকারী বিবাহ প্রতিষ্ঠানের বাইরে একজন মহিলার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন যা নিষ্ঠুরতার সমতুল্য এবং তাই, বিচার আদালতের উচিত ছিল উপরোক্ত দিকটি বিবেচনা করা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য একটি ডিক্রি মঞ্জুর করা।

আইনের এই প্রস্তাবের সাথে কোনও বিরোধ নেই যে নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যদি বিচার প্রক্রিয়ায় নিষ্ঠুরতা আরও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়, বিশেষ করে যখন বিবাদীর দ্বারা কোনও গুরুতর অভিযোগ করা হয় যা একজন ব্যক্তির চরিত্রকে প্রভাবিত করে এবং ভারতীয় সমাজে কলঙ্ক তৈরি করে। আদালতের উপরোক্ত দিকটির পরিধিতে যাত্রা শুরু করার সময় সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং এই বিষয়ে প্রদত্ত প্রমাণের গুণমান মূল্যায়ন করা উচিত। একটি বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানে সম্পর্ক নির্ভর করে এমন দুজন ব্যক্তির মধ্যে আস্থা ও আস্থার পুনঃস্থাপনের উপর যারা সারাজীবন একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানবদেহ জটিল কিন্তু মানুষের আচরণ আরও জটিল। ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুজন ব্যক্তির মাঝে মাঝে পরস্পরবিরোধী মতামত থাকতে পারে তবে এগুলিকে সর্বদা জীবনের অস্থিরতা এবং বৈবাহিক সম্পর্কের স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিটি দ্বন্দ্ব এমন নিষ্ঠুরতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নাও হতে পারে যা উচ্চ মাত্রার প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিশেষ করে একজনের আচরণ এমন যে অন্যজনের মধ্যে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত অবস্থায় এক ছাদের নীচে বসবাস করার আশঙ্কা তৈরি করে। নিরাপত্তার অনুভূতি এমন মাত্রার হতে হবে যা একজন ব্যক্তিকে সর্বদা অনিরাপদ অবস্থায় রাখে এবং তার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। কেবল আলাদা থাকার দাবি করাকে এমন মাত্রার নিষ্ঠুরতা বলা যাবে না যা বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে যা অযৌক্তিক বলা যাবে না এবং তাই, উভয় ব্যক্তির উপরই এই পরিস্থিতিতে আবেগ বোঝার জন্য পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

তাৎক্ষণিক মামলায়, আপিলকারী এই বিষয়ে অভিযোগ করেছেন কিন্তু বিবাদীর জেরা এবং প্রধান বিচারকদের জেরায় মনে হচ্ছে না যে উপরোক্ত তথ্যগুলি যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিবাদীর একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান হল যে তিনি তার পিতামাতার বাড়িতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য বৈবাহিক বাড়ি ছেড়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে বোকারোতে শ্বশুরবাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা তিনি সম্মান করেছিলেন। এই ধরনের প্রমাণ প্রমাণ করে যে বিবাদী কোনও কারণ এবং ছন্দ ছাড়াই কখনও আপিলকারীর কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি তবে এর থেকে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেখা যায়। কোনও পক্ষই এমন কোনও প্রমাণ পেশ করেনি যে বিবাদী খাবার রান্না করতে বা আপিলকারীর জন্য কখনও টিফিন প্রস্তুত করতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রধান বিচারক হিসেবে, বিবাদী স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন যে, তিনি আসলে খাবার প্রস্তুত করেছিলেন এবং আপিলকারীর জন্য খাবার প্রস্তুত করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কারণ আপিলকারীর সাথে তার এখনও একটি মানসিক সংযোগ রয়েছে এবং বিবাহ প্রতিষ্ঠানের বাইরে আপিলকারীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, তিনি একটি সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করতে প্রস্তুত। আমাদের মনে কোনও দ্বিধা নেই যে অভিযোগে দাখিল করা নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আপিলকারী দ্বারা প্রমাণিত হয়নি এবং তাই, ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে কোনও অস্পষ্টতা দেখা যায় না।

যাইহোক, এটি আমাদের নিষ্ঠুরতার আরেকটি ঘটনার দিকে নিয়ে যায় যেখানে বিবাদী অভিযোগ করেন যে আপিলকারী একজন মহিলার নাম উল্লেখ করে বিবাহ প্রতিষ্ঠানের বাইরে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন এবং আরও অভিযোগ করেন যে স্বামী তার সাথে থাকেন। তিনি আরও জবানবন্দি দেন যে এই ঘটনা জানার পর, তিনি বিবাহিত বাড়িতে ফিরে আসেন কিন্তু আপিলকারী তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন এবং বিবাদীকে প্রবেশ করতে দেননি ঘরে।

অবশেষে স্থানীয় জনগণের হস্তক্ষেপে তাকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু আপিলকারী হঠাৎ করেই বিবাদীর সাথে কোনও সম্পর্ক এবং/অথবা যোগাযোগ না রেখেই বাড়ি ছেড়ে চলে যান। মজার বিষয় হল, জেরা করার সময় আপিলকারীর সামনে স্বামী এবং একজন মহিলার ছবি দেখানো হয়েছিল। আপিলকারী স্বীকার করেছেন যে উক্ত ছবিটি আপিলকারীর। স্বীকারোক্তিতে উক্ত ছবিটিতে প্রদর্শনী-খ চিহ্নিত করা হয়েছিল। যাইহোক, আপিলকারী স্বীকার করেছেন যে উক্ত ছবিতে তাকে দেখানো হয়েছে কিন্তু তার একজন সহকর্মীর সাথে। আশ্চর্যজনকভাবে, আপিলকারী উক্ত ছবিতে উপস্থিত সহকর্মীর নাম প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, না তার ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বরও প্রকাশ করেছেন। এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ছবিকে তার সহকর্মী হিসেবে চিনতে পারেন কিন্তু তার নাম জানেন না যা অসম্ভব। বিবাদী আরও বলেছেন যে বিবাহ প্রতিষ্ঠানের বাইরে সম্পর্ক গড়ে তোলার ঘটনাটি কেবল তার বাবা-মাকেই নয়, শ্বশুর-শাশুড়িকেও জানানো হয়েছিল এবং শ্বশুর-শাশুড়ি তার বাবাকে নিয়ে কলকাতায় এসে ওই মহিলার বাড়িতে যান। মহিলাটি এই সত্যটি জানতে পেরে তিনি টেলিফোনে আপিলকারীকে ফোন করেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপিলকারী এসে গালিগালাজ শুরু করেন, যার ফলে ১৫.০৯.২০১৫ এবং ০১.১০.২০১৫ তারিখে নেতাজি নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। প্রধান বিচারকের উপরোক্ত স্পষ্ট বক্তব্য বিতর্কিত নয় কারণ জেরায় এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করা হয়নি। এটি প্রমাণের একটি মূল নীতি যে, যদি জেরায় প্রকাশিত তথ্যের জেরা না করা হয় তবে তা প্রমাণিত বলে গণ্য হবে। অতএব, এটা বলা যাবে না যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে

বৈবাহিক প্রতিষ্ঠানের বাইরের মহিলার সাথে সম্পর্ক প্রমাণিত হয়নি।

অতএব, আমরা আপিলকারীর আইনজীবীর এই বক্তব্যের কোনও সারবস্তু খুঁজে পাই না যে লিখিত বিবৃতিতে এই ধরনের তথ্য প্রকাশ নিষ্ঠুরতার শামিল।

সুতরাং, আমরা বিরোধিত রায়, আপিল খারিজ করে এর মধ্যে কোনও অবৈধতা এবং/অথবা দুর্বলতা খুঁজে পাই না।

খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণ সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা হবে।

আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal